Growth and development Agriculture geography.

=> ভূগোলের অন্যান্য শাখা গুলোর মতই Agricultural Geography একটি পুরোনো শাখা, গ্রীক, রোমান, শিখ ও ভারতীয় ভৌগলিকরা Agricultural Geography উৎপত্তি ও অগ্রগতিতে যথেষ্ট অবদান, যথা — কৃষিকাজের ধরন, বিভিন্ন ধরনের শস্যের বিন্যাস ও বণ্টন প্রভৃতি অবদান রেখেছেন।

'Great age of discovery' এর সময় থেকে এবং আধুনিক যুগের ভৌগলিক যথা — ভেরিনিয়াস, হামবোল্ড, রিচার প্রমুখরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিজ ক্রীয়া কলাপকে পৃথক করেছেন, তারা বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে ঐ সব স্থানের প্রধান প্রধান শস্য গুলিকে চিহ্নিত করেছে,

'Agricultural Geography' এর সম্পর্কিত বইটি প্রথম লেখেন লেখক young (ইয়ং) তাঁর বইটি 1970 সালে প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি ইংল্যান্ডের পরিবেশ এবং ফসল গুলি সম্পর্কে লেখেন, এই গবেষণার মাধ্যমে তিনি পরিবেশ এবং কৃষিজ পরিবেশ এবং কৃষিজ ঘটনা গুলিকে মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাঁর এই গবেষণার ফলাফল হিসাবে উঠে আসে যে, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা হল কোন একটি অঞ্চলের ফলের বিন্যাস ও বণ্টনের প্রধান নিয়ন্ত্রক,

'হামবোল্ড - দক্ষিণ আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিস এবং বিভিন্ন স্থানে তার ভ্রমণ লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে 'Kosmos Landuse in Cuba' South America' থেকে নামক বইটি লিখেন যা 1807 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি আরোহী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ছিলেন, এবং তাঁর গবেষণায় উঠে আসে যে Cuba তে বৃষ্টি পাতের পরিমাণ কম হওয়ার জন্য কৃষিকাজ বনভূমি অঞ্চলের মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল, অন্য আর একজন ভৌগলিকবিদ Schwenz হামবোল্ড এর মতামতের বিপক্ষে মতামত পেশন করেন এবং ইয়ং এর ধারণার সমর্থক করেন, তিনি (Schwenz) জার্মানির ফসল এর স্থানিক বণ্টন সম্পর্কিত একটি বই লেখেন যার নাম 'Enviroment Croping Pattern in Germany' Schwenz একজন পরিবেশ গত নিয়ন্ত্রন বাদের সমর্থক ছিলেন যিনি কৃষিজ ক্রীয়া কলাপের এবং ফসলের বিন্যাস ও বণ্টন সম্পর্কিত একটি সাধারনিকরন করেন, তাঁর এই অধ্যয়নের বা গবেষণার থেকে উঠে আসে যে বৃষ্টিপাত এর পরিমাণ এবং তাপমাত্রা বৃহৎ অঞ্চলের কৃষিজ ফসলের বণ্টনের প্রধান নিয়ন্ত্রক,

'Vonthunen হলেন প্রথম ভৌগলিক যিনি Agricultural Geography সম্পর্কিত একটি স্থানিক মডেল প্রস্তুত করেন, এই মডেলটিতে তিনি কৃষিজ ভূমির ধরন এবং শস্যের Intensity (তীব্রতা), সম্পর্কে বলেন, তাঁর এই কৃষিজ ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত মডেলটি 1826 সালে প্রকাশিত হয়, ভনথুনেন এর গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হল কৃষিজ খামারের ফসল গুলির দাম এবং কোন কোন বিষয় গুলি এই সব কৃষিজ উপাদান গুলোকে দাম নিয়ন্ত্রন করে, তিনি সমকালীন কৃষিজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সাম্ভাব্য ভূমির ব্যবহারের বিন্যাস কেমন হওয়া উচিত সে সংক্রান্ত একটি ধারণা দেন, ভনথুনেন তার যে অধ্যয়ন সেটিকে আরও প্রসারিত করেন 1883 সালে উত্তর আমেরিকার কৃষি অঞ্চলের ধারণা দেন।

ইউরোপের Agricultural Geography র বিস্তার ঘটিয়ে ছিলেন Jonasan, 1926 সালে প্রকাশিত তাঁর লেখা বইটি হল 'Agricultural region of Europe', Baker একজন অন্যতম প্রধান আমেরিকান ভৌগলিক যিনি 1926 সালে উ: আমেরিকার কৃষি অঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ করেন, Baker এবং Jonasan 1928 সালে 'Agricultural Region of South America" Trelor (ট্রেলর), 1930 সালে 'Agricultur Region of Australian" বইটি লেখেন, 1936 সালে Darwin Whittlesi পৃথিবীকে কতক গুলি কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করেন এই অঞ্চল গুলির আঞ্চলিক সমস্যা ও কৃষিজ সমস্যা গুলিকে বর্ণনা করেন,

এলডিস্ট্রাম ইংল্যান্ডের ভূমির ব্যবহার সম্পর্কিত একটি Survey করেন, এবং ভূমির ব্যবহার সম্পর্কিত একটি Theory দেন,

উইভার 1954 সালে 'Crop Combination সম্পর্কিত ধারনা দেন,

1964 সালে International Geographycal Union (IGU) কতক গুলি ইউনিফ্রম ক্রাইটেরিয়া প্রকাশ করেন, যে গুলি কৃষিজ খামার কে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে,

1969 সালে D.B. Grigg (গ্রীজ) এর লেখা বইটি হল 'The Agricultural System of the world - and Evolution Approach' এই বইটিতে তিনি পৃথিবীর কৃষি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করেন, এক্ষেত্রে তিনি ওইটলেসির কৃষি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য গুলোকে বিবেচনা করেন,

Symon 1970 সালে একটি বই প্রকাশ করেন, যেটি হল - 'Agricultural Geography' এই বইটি স্নাতক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিবেচনা করে লেখা, 1979 সালে Majid Hosain 'Agricultural Geography নামক প্রকাশ করে যে বইটি বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরের মানুষের জন্য উপযোগী,

Nature of Agricultural Geography : Agricultural Geography এই শাখাটি মানবীয় ভূগোলে ও অর্থনৈতিক ভূগোলে এর একটি উপবিভাগ মূলত 1950 সালের পর থেকে এই উপশাখাটি ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসাবে স্থান দখল করে রয়েছে, Agricultural Geography এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Jonson (1985), " Agricultural Geography is the Study of Spatial Veriation in Agricultural Activity ; Involving growth the desription of such veriation and attem to explan them " অর্থাৎ তিনি বিভিন্ন স্থানে কৃষিজ কাজকর্মের বিভিন্নতা ও তার ধরন বা তার পার্থক্যকে বর্ণনা যে বিষয়টি করে থাকে তাকে Agricultural Geography বলে সংজ্ঞায়িত করেছে, তার এই সংজ্ঞাটি বিশ্বব্যাপী ভৌগলিকদের কাছে গ্রহণ যোগ্য, শুধুমাত্র কৃষিজ কাজকর্মে আঞ্চলিক বর্ণনার উপর মোর দেয়নি তার পাশাপাশি সমস্ত আর্থসামাজিক ও ভূ-Ecological কারন গুলি এই বিভিন্নতার জন্যদায়ী যে গুলিকেও ব্যাখ্যা করেছেন, অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র বর্ণনার উপর জোর দেননি সেটাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বা পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে ব্যাখ্যার উপর মোর দেন,

Hillman (1911), " Agricultural Geography dills with a Compeeted Study of Agricultural of countrys and continment , অর্থাৎ তাঁর মতে Agricultural Geography হল বিভিন্ন দেশ এবং মহাদেশের কৃষির তুলনামূলক অধ্যয়ন, তিনি গুরুত্ব দেন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কৃষিকাজ কর্মের তুলনামূলক আলোচনার উপর, কিন্তু তার এই সংজ্ঞা বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষিকাজ কর্মের স্থানিক বিভিন্নতার কারনকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়,

Bernhard (1915), " Agricultural Geography as the Study of Regional veriation in agriculture and the factors responsible them " অর্থাৎ তিনি Agricultural Geography বলতে কৃষির আঞ্চলিক বিভিন্নতা এবং সেগুলির জন্যদায়ী কারন গুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন, এক্ষেত্রে তিনি প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন নিয়ন্ত্রককে বিবেচনা করেছেন,

Reed (1964) " Agricultural Geography dill with the description and exploration regional differentiation of agricultural characteristics ,, তাঁর মতে ভৌগলিকদের স্থানিক বিভিন্নতার কারনকে বিশ্লেষন করা উচিত, উদাহরন হিসাবে তিনি বলেছেন ধান উৎপাদন অঞ্চলটি কেন বাজরা উৎপাদন অঞ্চল থেকে পৃথক সেটির কারনকে বিশ্লেষন করা উচিত,

Andreae (1981), " Defined as agricultural geography

তাঁর মতে এই সংজ্ঞার ধারনার প্রধান দিকটি হল মানুষের ক্রিয়াকর্ম যা প্রাকৃতিক বনভূমিকে রূপান্তরিত করে তা তিনি তুলে ধরেন, তিনি আরো মনে করেন মানুষ প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে কৃত্রিম বাস্তুতন্ত্রে রূপান্তরিত করেন,

Coppock (1969) :" in Agricultural geography agricultural factors an arrang in an orderly manary" অর্থাৎ কৃষি ভূগোলে একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে সাজায় তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে কৃষি ভূগোলবিদেরা তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে বা অঞ্চলে কৃষির কার্যকলাপের বিভিন্নতার ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হবে তার এই সংজ্ঞা কৃষি ভূগোলে উপাদান ও পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে সমর্থন হয়, এবং সাধারণ বক্তব্য এর জন্য একটি পথনির্দেশিকা নিরূপণ করেন,

কৃষি ভূগোলে উপরিউক্ত সংজ্ঞা গুলি দ্বারা এটা বোঝা যায় যে, বিভিন্ন ভৌগোলিকদের মতামত ছিল বিভিন্ন তাই জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা গুলোর মতোই ভূগোলের এই উপবিভাগ সম্পর্কিত ধারণার স্থান ও সময় অনুসারে পরিবর্তিত হতে থাকে তবে কৃষি ভূগোলের মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষির কার্যকলাপের স্থানিক বর্ণনা করা, আধুনিক সময়ে ভূমির ব্যবহার হল অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং ভৌগোলিকরা তাই ভূমির ব্যবহারের শ্রেণীবিভাগ ও তার ব্যাখ্যার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা Crop Combination, Crop Consentration, Crop diversity, Agricultural Aficiency, Land use Survey প্রভৃতি হল বর্তমান সময়ে কৃষিভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ দিক, ভূমি ব্যবহারের পাশাপাশি অন্যান্য কতক গুলো নিয়ন্ত্রক যথা কৃষি জমির আয়তন, কৃষি জমির অধিকার, কৃষি জমির মালিকানা, শ্রমিকের যোগান প্রভৃতি বিষয় গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, গবেষণার ক্ষেত্রে ভৌগোলিকেরা প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রক গুলো যথা — ভূপ্রকৃতি, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, মাটির ধরণ এবং আর্থসামাজিক নিয়ন্ত্রক যথা — জলসেচ, রাসায়নিক সার, প্রযুক্তি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রককে বিবেচনা করে থাকে,

Objectives of Agricultural Geography : কৃষি ভূগোলের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য গুলি হল নিম্নরূপ —

1. কৃষি ভূগোলে বিভিন্ন ফসল, পশুসম্পদ এবং বিভিন্ন কৃষি কার্যাবলির স্থানিক বণ্টন সম্পর্কে পরীক্ষা করা বা অনুসন্ধান করে বা গবেষণা করে, ফসলের বিন্যাস ও পশুপালন বিভিন্ন স্থানে বা অঞ্চলে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার ফসল প্রণালী রাজস্থান, বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের থেকে আলাদা, এই বিভিন্নতার কারণ গুলি বৈজ্ঞানিক ভাবে এবং পদ্ধতি গত ভাবে ব্যাখ্যা করাই হল কৃষি ভূগোলের এবং কৃষি ভৌগোলিকদের প্রধান লক্ষ্য,

২. কৃষিজ কাজকর্মের স্থানিক কেন্দ্রীভবনকে অনুধাবন করা কৃষি ভূগোলের অন্যতম উদ্দেশ্য, উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে কোন একটি অঞ্চলের সর্বোচ্চ কেন্দ্রীভবন এবং অন্য অঞ্চলের ঐ ফসলের সর্বনিম্ন কেন্দ্রীভবনের কারণ কৃষি ভূগোল খোঁজার চেষ্টা করা হয়,

৩. কৃষি সমিতি এবং পশু সম্পত্তি ব্যবহারের ধরন অঞ্চল ও সময় ভেদে পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে কৃষি ভূগোল কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রাচীনকালে বর্তমান সময় পর্যন্ত উৎপাদন-পশুসম্পত্তির ব্যবহারের কিরকম পরিবর্তন হয়েছে তা অনুধাবন করে থাকে। এক্ষেত্রে ~~বর্তমান সময়ে~~ আমরা বলা যায় যে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার ধান এবং গম উৎপাদন বর্তমান সময়ে ও অতীত কালে জমির ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। ঐ অঞ্চলে কৃষি সমিতি গুলি ও মানুষের কৃষিজ কাজকর্ম প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পরিবেশকে কতটা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে তা বিবেচনা করে থাকে,

4. কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের কৃষিকে সামগ্রিক বা অঞ্চলের একরকম হয় না, এখানে Inter Regional, Inter Village প্রভৃতিতে কৃষিফসল এর উৎপাদন ও পশু সম্পত্তি উৎপাদনের কিরকম বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, তা বিবেচনা করা হয়, অন্যভাবে বলা যায় কিছু অঞ্চল কৃষিগত ভাবে অর্থাৎ কৃষিজ উৎপাদন এর দিক থেকে ভালো অবস্থায় রয়েছে আবার কিছু অঞ্চল এই দিক থেকে অনেক পিছিয়ে, কৃষি ভূগোল এরকম পার্থক্যের কারণকে অনুসন্ধান করে,

5. কৃষি ভৌগোলিকরা field ভিত্তিক পরিসংখ্যান এবং hause hold Level এর পরিসংখ্যান গুলোর সাহায্যে কৃষির সমস্যা সংক্রান্ত বা কৃষি বিষয়ক রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, এক্ষেত্রে তারা কোন একটি অঞ্চল কৃষির দিক থেকে কেন পিছিয়ে তার পর্যালোচনা করার পাশাপাশি ঐ অঞ্চলের কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা চেষ্টা করেন,

6. উপরি উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় মানবীয় ভূগোলের অন্যান্য শাখা বিভাগ গুলির থেকে কৃষি ভূগোল এর যথেষ্ট সামাজিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে নিম্নে চিত্রের সাহায্যে ভূগোলে কৃষি ভূগোলের স্থান দেখানো হল, —

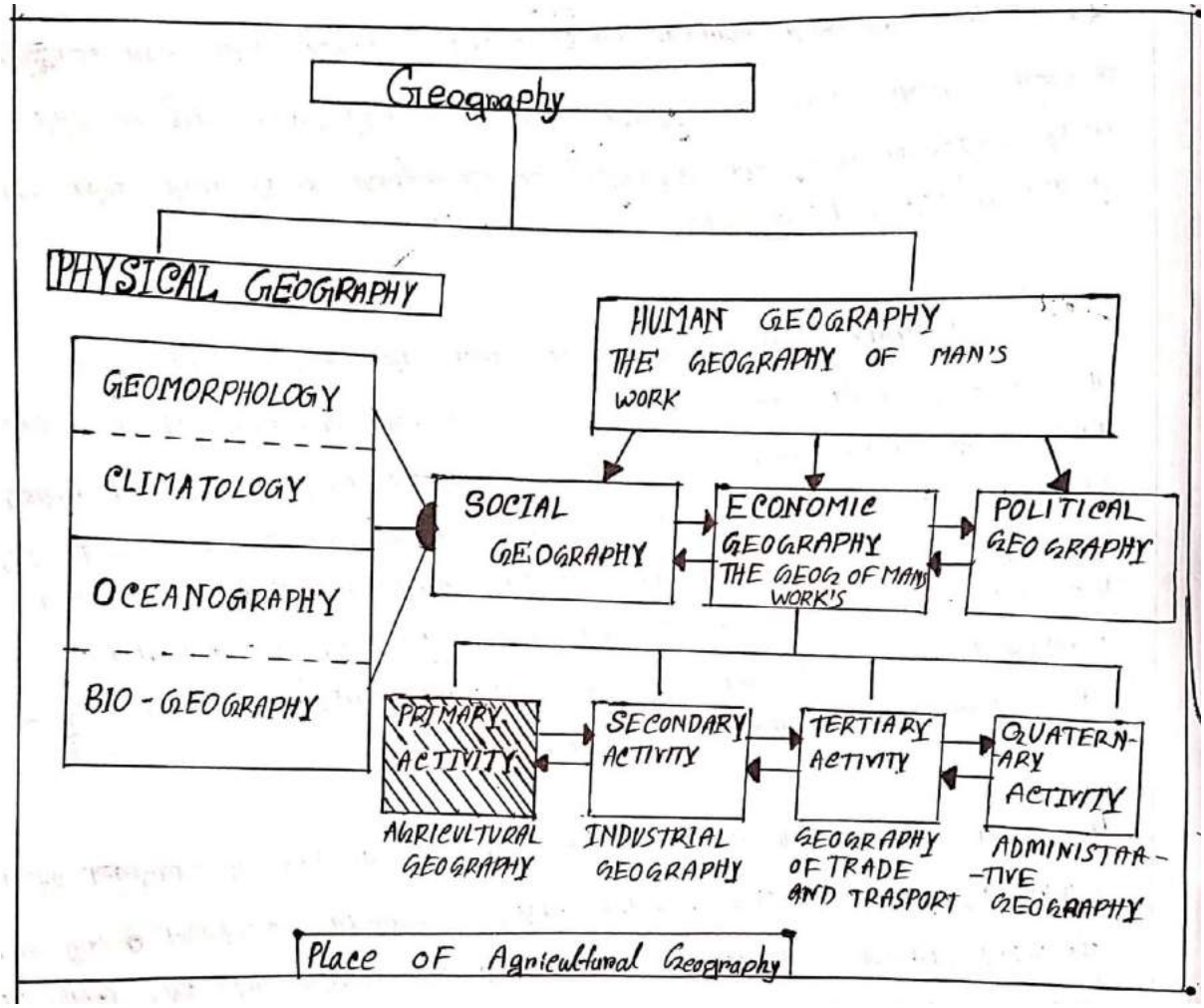
Geography
PHYSICAL GEOGRAPHY
HUMAN GEOGRAPHY
THE GEOGRAPHY OF MAN'S WORK
GEOMORPHOLOGY
CLIMATOLOGY
OCEANOGRAPHY
BIO-GEOGRAPHY
SOCIAL GEOGRAPHY
ECONOMIC GEOGRAPHY
THE GEOG OF MAN WORK'S
POLITICAL GEOGRAPHY
PRIMARY ACTIVITY
SECONDARY ACTIVITY
TERTIARY ACTIVITY
QUATERNARY ACTIVITY
AGRICULTURAL GEOGRAPHY
INDUSTRIAL GEOGRAPHY
GEOGRAPHY OF TRADE AND TRASPORT
ADMINISTRATIVE GEOGRAPHY
Place OF Agricultural Geography